লোকগান এবং এক নিবেদিত প্রাণ শিল্পী

শুভেন্দু মাইতি

বাংলা লোকগানের উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে শুভেন্দু মাইতি একটি পরিচিত নাম। বাংলা লোকগান এবং শুভেন্দু মাইতি বর্তমানে একই সাথে উচচারিত হয়। লোকগানের শিল্পী হিসাবেই নয়, লোকগান নিয়ে নিরন্তর গবেষণা,ব্যাশত লোকগানের যথাযথ প্রচার-প্রসার এবং লোকগানের সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পীদের নানাভাবে গান গাইবার সুযোগ করে দেবার জন্য শুভেন্দু মাইতি নিজেকে সর্বতো ভাবে নিয়োজিত রাখেন, রাখতে ভালোবাসেন। বাংলা গ্রামে গঞ্জে লোকগান শিল্পী ও শ্রোতাদের একান্ত কাছের মানুষ এই শুভেন্দু মাইতিকে নিয়ে আমাদের এবারের 'ব্যাক্তিত্ব'।

প্রিয়শিল্প ঃ আপনার জন্মসাল, স্থান?
ঃ ১৯৪৪ সালে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে আমার জন্ম।
প্রি ঃ গান কি আপনার প্রথম প্রেম? গানের জগতে এলেন কি করে?
শুভেন্দু ঃ গান আসলে আমার নিশ্বাস বলা যেতে পারে। প্রেমহীন মানুষ বাঁচে। কিন্তু বাঁচার জন্য নিশ্বাসের মতোই গান কাছে অপরিহার্য।
প্রিঃ আপনার গানের শুর দিকটা সম্পর্কে কিছু বলুন।
শুভেন্দু ঃ একেবারে শৈশবে আমাদের গ্রামে অনেক লোকশিল্পী আসতেন। তাঁরা আমাদের বাড়িতেও আসতেন। গান শোনাতেন। তাঁদের গানই আমাকে প্রথম প্রাণিত করে, বলা যায় তাঁরাই আমাকে টানেন প্রথমে। একেবারে লোকায়ত গান। পাশাপাশি আমার মাসীর বাড়িতে পুরনো দিনের চোঙ্গআলা কলের গান ছিল। অজস্র রেকর্ড ছিল।
ক্লাস সিক্স-সেভেন-এ পড়ার সময় থেকেই সেই কলের গানটি ঘাটতে ঘাটতে আমি ওটা সারাই করতেও পারতাম। এতটাই আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল ওই যন্ত্রটির সাথে আমার। স্প্রীং কেটে গেলে আবার ঠিকঠাক ভাবে লাগাতেও পারতাম। সেই সময় অজস্র রেকর্ডের গান শুনতে শুনতে গানের প্রতি আমার এক ধরনের আবেগ তৈরী হয়।
আমাদের বাড়িতেও গানের চর্চা ছিল। দিদিরা গান গাইতেন। আমার মাসতুতো দাদা গান এবং তবলাতেও দক্ষ ছিলেন। তার থেকেই আমার তবলার পাঠ। ক্লাস ফোর-এ পড়ার সময়ই আমার তবলা শেখা শু। সুতরাং বলা যায় তবলা দিয়ে আমার শুর শু। সেই সময় থেকেই আমি গান তুলতে ও গাইতে পারতাম। এভাবে আস্তে আস্তে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি গানের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়ি এবং সেই থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমার গান গাওয়ার শু বলা চলে।
প্রিঃ বেঁচে থাকার জন্য গান আপনাকে কতটা সহযোগিতা করছে?
শুভেন্দু ঃ এখন তো গান আমার জীবিকা। গানটা চিরকালই আমার জীবন ছিল। জীবিকা ছিল না। আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী পদটি ছেড়ে দিই। সেই থেকে গান আমার জীবিকা এবং জীবন দুই-ই।
প্রিঃ গানকে বর্তমানে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার পর কি আপনি সন্তুষ্ট? আমি বলতে চাইছি আপনার চাওয়া, গোপন চাওয়া .....।
শুভেন্দু ঃ দেখুন মনোজ, আমার চাওয়াটা একটু অন্যরকম। আমি আসলে সহস্র কণ্ঠে গাইতে চাই। একলা গাইতে চাই ন

া। যেমন ধন — একটি নতুন ছেলে যখন ভালো গান গাইছে .... মনে হয় আমিই গাইছি। এটা আমার একটা স্বপ্নও বলতে পারেন, অজস্র মানুষ গান কক। এবং তাদের গান করার সুযোগের দরজাগুলো যেন একটু একটু করে খুলে যায়। আমার সামর্থ অনুযায়ী যতটা পারি খুলে দিই। আরো আরো মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবেদন জানাই — একটু গ াইতে দিন এদের। ভালো গান, সৎ গান।

প্রি ঃ ভালো লাগলো আপনার অনুভবের এই সহজ স্বীকারোক্তি। আমরা কি তবে বলতে পারি এখন গান গাওয়া আপন ার কাছে কেবলমাত্র পেশা নয়, একপ্রকার নেশাও?

শুভেন্দু ঃ না, নেশা নয়। গানকে কোনদিনই আমি নেশা বলি না। আমি বলি গান আমার জীবন, গান আমার নিশ্বাস। নেশ া না। এখন পেশা এবং এবং জীবন দুই-ই গান আমার কাছে।

প্রিঃ আমি কোনও সংগীত সংগঠনের যুক্ত ?

শুভেন্দু ঃ আমি গণনাট্য সংঘের সাথে বিগত পঁচিশ বছর ধরে এবং এখনও যুক্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য।

এছাড়া আমি নিজের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছি। তার জন্য আমার কিছু 'সৈনিক' দরকার। এটা একটা ধর্মযুদ্ধ প্র ায়। ভাল গানকে বাঁচানোর জন্য। আসলে প্রতিদিন ভাল গানের শ্রোতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বায়ণের নামে সংস্কৃতিরও বিশ্বায়ণ ঘটছে। ফলে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই সংস্কৃতির শেকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। এরজন্য একটা সংগঠিত লড়াই চালাতে হবে। সংগঠনগুলির সংগঠন গড়ে তুলতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিভিন্ন মতামতের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগঠনগুলিকে নিয়ে.............তাদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকলেও কেবল একটা জায়গায় মতের মিল থাকলেই একসাথে এই সংগঠন গড়া যায় বলে আমি মনে করি। এবং প্রয়োজনীয় ক াজগুলিও একসাথে করা যায়।

এই কাজগুলিতো প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলেরই কাজ, কোন ব্যক্তিমানুষের কাজ নয়। আমার একার পক্ষে সম্পূর্ণ দা য়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কেবল রাজনৈতিক দলগুলিই পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া একাজ করা অসম্ভব।

প্রিঃ শুভেন্দুদা, এই লোকায়ত গানের সংগঠনটি নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনার রূপরেখা সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে যদি কিছু বলেন...........।

শুভেন্দু ঃ গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও বামপন্থী অধিকাংশ সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে আমার একটা আত্মিক যোগ আছে। আমি বোধহয় সংস্কৃতি তথা রাজনীতির জগতের এমন একজন মানুষ যাকে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি গ্রহণ করে।

প্রিঃ হ্যাঁ, সেটা আমরা জানি।

শুভেন্দু ঃ আমি সব সময় একসাথে কাজ করতে চাই। সেজন্য একথা বলাই ঠিক হবে — এটা আমার নয়, আমাদের সংগঠন।

প্রিঃ আপনার এই শুভ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণ সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হোক 'এবং প্রিয়শিল্প' পক্ষ থেকে এই শুভকামনা রইলো।

শুভেন্দু ঃ 'গানের ভেলা' নামে আমার একটি সংস্থা আছে। আমি এটাকে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলতে চাই। আমি এক্ষেত্রে 'গানের স্কুল' বা 'সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র' ইত্যাদি শব্দ গুলো ব্যবহার করিনি।

'গানের ভেলা' একটি ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। প্রায় দেড়শ ছেলেমেয়ে ....বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছেলেমেয়ে আছে।

আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী লোকায়ত গান, নতুন গান ও আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। কোনও কিছু তো আকাশ থেকে পড়ে না। ঐতিহ্য উৎসারিত নব সৃজন কিভাবে ঘটানো যায় — সে বিষয় বিভিন্ন মানুষের সাথে আমরা আলোচনা করি। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, সুপ্রকাশ চাকী, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্য ায় এরকম আরও অনেকের সাথেই কথা বলি।

প্রি ঃ বর্তমানে লোকায়ত গানের সাথে যারা যুক্ত তাঁরা আপনার ভাবনা-সমৃদ্ধ গান এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে?

শুভেন্দু ঃ ব্যক্তিগত মতাদর্শ, ব্যক্তিমানুষ এখানে বড় নয়। এই গানের জগৎটাকে তিনি কতটা সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে য

াচ্ছেন সেটাই আমার কাছে মূল ব্যাপার .....

প্রিঃ শুভেন্দু লোকগান তো জীবনের গান মাটির গান। আপনি সেই গান করেন। আপনার কি মনে হয় এই গানের চরিত্র বর্তমানে ঠিকঠাক বজায় আছে?

শুভেন্দ ঃ এই লোকগান নিয়ে দুধরনের মানসিকতা কাজ করে। এক ধরনের মানুষ মনে করেন শেষ লোকগান রচিত হয়েছিল আজ থেকে ষাট বছর আগে। তারপর যেগুলি হয়েছে সেগুলি আর লোকগান হয়নি। আবার কেউ যা খুশী গ ানকে লোকগান বলে চালাতে চান। ঐ যা খুশী একটা ..... যথেচ্ছাচার .....। বাণিজ্যিক কারণে, ক্যাসেট বিক্রির জন্য লে াকসুরের আঙ্গিক ব্যবহার করে যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করে তাকে লোকগান বলে বাজারে চালাতে চান। এই দুটোই খুব বিপজ্জনক প্রবণতা লোকগানের পক্ষে। আমি মনে করি লোকগান সবচেয়ে প্রবহমান একটি বিষয়, সেটা কখনো থেমে থ াকেনা। এ একটি অনিবার্য সামাজিক প্রক্রিয়া। তাই আজকে বাঁকুড়ার মাটিতে বসে — রবি বাগদি, সুভাষের মতো ছেলেরা বা কৃষ্ণ দাস বাউলের মতো মানুষ যখন একটা গান তৈরী করছেন .....। অর্থাৎ গ্রামগুলিরও তো নগরায়ন হচ্ছে.....। প্রযুক্তির দৌলতে সারা পৃথিবীর গান আমার ঘরে, আমার মস্তিষ্কে ছাপ ফেলছে। গ্রামগুলো এর থেকে বাদ যায় না। সেক্ষেত্রে লোকগানের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে কিছু পরিবর্তন আসবে। এর চেয়েও বড় কথা যেহেতু লোকগান মূলত শ্র ম থেকে উদ্ভূত, শ্রম যদি তার রূপ পরিবর্তন করে তাহলে লোকগানও তার রূপ পরিবর্তন করবে।

যেমন একসময় মাঝিরা দাড় টানা নৌকোয় 'সারি' গান গাইত। এখন মোটর চালিত ভুট ভুটিতে কি করে ঐ গান গ াইবে? তেমনি ঢেকি উঠে যাবার পর তো আর নতুন করে ঢেকির গান তৈরী হবে না।

প্রিঃ শুভেন্দুদা, একজন প্রকৃত শিল্পীর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন ?

শুভেন্দু ঃ আসলে গাইয়ে আর শিল্পীর মধ্যে আমি দুটি শিবির বিভক্তিকরণ করি। যিনি গান করেন তিনি গাইয়ে। কিন্তু গ াইয়ের দক্ষতার বাইরেও যখন কিছু মরমী অনুভব তাঁর ভেতর তৈরী হয় তিনি তখন শিল্পী হয়ে ওঠেন। তখন তিনি অ ারেকজনের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য ভাবেন। কি করে গানকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিভাবে সমাজটাকে পাল্টানো যায় — নিজেকে অংশীদার হিসেবে ভাবেন, অনুভব করেন।

প্রিঃ যার্থথই বলেছেন। সমাজের যাবতীয় ভালমন্দের সাথে যিনি নিজেকে সর্বার্থে জড়িয়ে নেন তিনিই তো প্রকৃত শিল্পী।

শুভেন্দু ঃ হ্যাঁ, সে-ই শিল্পী, তখন তিনি আর কেবল গায়ক নন। যিনি শুধুই ভাল গান গাইতে পারেন তিনি গায়ক। শিল্পী নন। তিনি যতবড় গায়ক হোন না কেন আমি তাঁকে শিল্পী বলি না।

প্রিঃ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা আপনার কতটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়?

শুভেন্দু ঃ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সব সময় সব স্বাধীনতা সবাইকে দিলে ..... সে স্ব াধীনতাকে গ্রহণ করবার মতো তো তার মানসিক গঠন থাকা চাই। বানরের হাতে খন্তা পড়লে সে উনুন ভাঙে না ঘরও ভ াঙে। যোগ্য লোকের হাতে স্বাধীনতা গেলে ঠিক আছে। স্বাধীনতা সর্বত্রগামী হওয়া উচিৎ নয়।

প্রিঃ এই প্রশ্নের সূত্র ধরে একটা প্রশ্ন জাগে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বেসুরো প্রাণহীন, অর্থহীন গানের ক্যাসেট করা, টাকা ঢেলে অনুষ্ঠানে সুযোগ পাওয়া। অনেক গায়কদের এই যে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে .....

শুভেন্দু ঃ যেটা হচ্ছে, প্রযুক্তির উন্নতি একশ্রেণীর মানুষের হাতে এই সুযোগটা পৌঁছে দিয়েছে। আগে ডিস্ক বেরোত, তখন সবাই কিন্তু রেকর্ড করতে পারতেন না। এই ক্যাসেট প্রযুক্তির উন্নতি একটা সুযোগ করে দিয়েছে। পয়সা খরচ করলেই যে কেউ ক্যাসেট করতে পারছে। পয়সার বিনিময়ে তাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কিছু বাণিজ্যিক কাসেট তৈরী হয়েছে। এভাবে পয়সা খরচ করে ক্যাসেট করতে আসা গায়কদের ক্যাসেট কোম্পানি গুলি আড়ালে 'মুর্গীম' বলে। এভাবে অনেককেই মুর্গী করা হচ্ছে। এতে গানের কোন উন্নতি তো হয়ই না, গায়কেরও কিছু হয় না। এটা একটা খুব ভুল পদক্ষেপ। আমি একটা ঘটনা জানি। নামটা বলব না। তিনি তার গানের একটি ক্যাসেট করিয়েছিলেন প্যারিস থেকে। সমস্ত প্রথিতযশা শিল্পীদের দিয়ে খুব উচচমানের রেকর্ডিং করিয়েছিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করেছিলেন কলকাতায় এসে। ভেবেছিলেন সবই বোধহয় বিক্রি হয়ে যাবে।.....

আমি বিশ্বাস করি — গান মানুষ বিজ্ঞাপন দেখে কেনে না। টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, নেলপালিস কিনবে। কিন্তু কানে ভালো না ল াগলে সে গান মানুষ শুনবে না। ..... ওসব করে কিছু নেই।

প্রিঃ শুভেন্দুদা, এর আগে আপনি নিজেই বলেছেন, আমরা জানি আপনি বাম রাজনীতির লোক। যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে এই রাজনীতির প্রবেশকে আপনি কিভাবে দেখেন।

শুভেন্দু ঃ রাজনৈতিক সচেতনতা ...এটাকে আমি কিভাবে বলবো জানি না, আসলে শিল্পীরা হলেন সমাজ ও মানব জীবনের চোখ। আপনার শরীরের যেখানেই আঘাত লাগুক না কেন, সে পেট ব্যাথাই হোক, হোঁচট খান, জলগড়ায় কিন্তু চোখ দিয়ে। সমাজ ভেদে যখন যেখানে ব্যাধি তৈরী হয় তখন তার প্রথম প্রতিত্রিয়া ঘটে শিল্পী মনে। শিল্পীরাই প্রথম রি-অ্যাক্ট করে।

প্রি ঃ এবার একটু অন্যরকম প্রশ্নে আসছি। আপনি সংগীতের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ দীর্ঘ পথ পারি দিয়েছেন। এই পথ পরিত্রমার ভাল অভিজ্ঞতার পাশাপাশি — কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলুন।

শুভেন্দু ঃ আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। আমি যখন আটের দশকের শেষভাগে নতুন বাংলা গান নিয়ে ..... আমার তখন যন্ত্রণা ছিল বাংলা গান লোকে কম শুনছে। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। ভাল বাংলা গানের শ্রোতা তৈরী করতে — বাড়াতে হবে। তখন কিছু মানুষকে গান শোনানোর জন্য আমি নিজে গানের জগতে নিয়ে এসেছি। তারা আজ পেশাদার জগতে এক নম্বর-দু নম্বর। তাদের কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা ছিল যে তারাই নতুনদের দিকে হাত বাড়াবে। আমার প্রতি আনুগত্য নয়, চেয়েছিলাম তারা সৎ গান, সৎ সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ হবে ..... ভালবাসবে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেকে টাকার কাছে বেঁচে দিয়েছে। এজন্য আমার দুঃখ হয় না। ক্রোধ, ভয়ানক ক্রোধ আছে।

আর ভালো অভিজ্ঞতা বলতে ..... অসংখ্য ভালো অভিজ্ঞতা আছে। অসংখ্য। আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা জুড়ে হাজার হাজার লোকশিল্পীর আক্ষরিক অর্থে আমাকে দাদা বলে ডাকে। তখন আমার মনে হয় প্রাপ্তির পেয়ালা উপচে গেছে। এই পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরার কোনও জায়গায় একটা ছেলে নতুন গান লিখলো, নতুন সুর করলো তখন তাদের প্রণাম ..... মানে যাকে গানটা শোনাবে, সেই নামটা এই আমি, শুভেন্দুদা। তাদের মনে হয় শুভেন্দুদাকে একটা চিঠি লিখি....। এরকম অজস্র চিঠি আমার কাছে আসে। তারা চিঠিতে লেখে — আমার গানটা শুনে কেমন হয়েছে যদি জানান। এই যে ভালবাসা, মর্যাদা দেওয়া এটাই তো যথার্থ আনন্দ। এর চেয়ে বেশী আনন্দ কী হতে পারে। প্রাপ্তির পেয়ালা সত্যিই আমার উপচে গেছে।

প্রি ঃ আপনার জীবনে একটা সময়ের পর শিল্পের ক্ষেত্রে পুরস্কারের ভূমিকা আক্ষরিক অর্থে কি?

শুভেন্দু ঃ আমার কাছে পুরস্কার হচ্ছে সেটাই — মানুষ যখন গানটাকে গ্রহণ করেন, কবিতা গ্রহণ করেন। যখন কোন সংগঠন সম্বর্ধনা টম্বর্ধনা দেয়, আমার মনে হয় ফুলস্টপ দিয়ে দিল। মনে হয়, আমি কি প্রাক্তন হয়ে গেছি, বা আমার কাজ কর্ম কি শেষ হয়ে গেছে .....।

শুভেন্দু ঃ ১৯৯২ সালে এইচ. এম. ভি. থেকে আমার প্রথম ক্যাসেট 'মইনদ্দিন ক্যামন আছো' প্রকাশিত হয়। তারপর এইচ. এম. ভি. থেকেই প্রকাশিত হয়েছে আমার দ্বিতীয় ক্যাসেট 'সাঁঝ বিহান'। আমার তৃতীয় ক্যাসেট 'গানের গাড়ি' ১৯৯৯ সালে 'প্রবাহ' থেকে বের হয়েছে।

আসলে আমি সময়ও পাই না। আর তাছাড়া খুব একটা ক্যাসেট করার প্রয়োজন আমি মনে করি না। কারণ আমি সরাসরি মানুষেরকাছে গান গাইতে চাই।

প্রি ঃ শুভেন্দুদা, এবার একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসছি। সংগীত জীবনের জন্য আপনার সাংসারিক জীবনে কোন প্রতিবন্ধকতা আসে?

শুভেন্দু ঃ না, আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা বোঝে যে আমি একটা অন্যরকমের কাজ করি। বড় কাজ কিনা জানিনা, অনেক মানুষকে নিয়ে কাজ করি। আসলে টোটালি আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের জন্য সময় দিতে আজও পারি না। আমি তো মাসের পনের দিন বাইরে বাইরে গ্রামে গঞ্জে ঘুরি। সংসারের জন্য সময় একটু দিতে পারি না। সেজন্য সংসারের সব দায় দায়িত্ব ওদেরই সামলাতে হয়। আমার স্ত্রীকেই পুরোটা সামলাতে হয়। ওদের এই সহযোগিতাটা না থাকলে আমার অসুবিধে হতো। আমার ছেলেমেয়েরাও কখনো একটা ভালো জামাকাপড় কিনে দিতে বলে না।

প্রি ঃ আপনি যে বললনে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ান — সেখানে কোন নতুন প্রতিভাকে খুঁজে পেলে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করেন, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা?

শুভেন্দু ঃ আমি আমার সাধ্যমত করি। আমাদের যে কোম্পানিটি আছে 'প্রবাহ' সেই কোম্পানি থেকে আমি অনেক নতুন ছেলেমেয়ের গান রেকর্ড করিয়েছি। সরকারের যে সংগীত মেলা হয় প্রতিবছর, সেখানে লোকমঞ্চ হয়। ঐ লোকমঞ্চগুলিকে সরকার প্রায় আমার একক দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছে। গ্রাম গঞ্জ ঘুরে আমি যে সমস্ত শিল্পীদের খুঁজে পেয়েছি, তারাই এই মঞ্চে গান করেন। মূলত ঃ তাদেরই মঞ্চ এটা। পশ্চিমবঙ্গে যে অসংখ্য উৎসব হয় — সেখানে আমাকে সবাই ডাকেন। আমার কাছে পরামর্শ চান যে কোথায় ভালো শিল্পী, নতুন শিল্পী পাওয়া যাবে। আমি নতুন শিল্পীদের ওসব অনুষ্ঠানে গান গাওয়াতে বলি। আমি নিজে তিন-চারটা উৎসব চালাই ..... । পুলিয়ায় একটি একতারা উৎসব করি।

প্রি ঃ সংগীত ছাড়া অবসর সময়ে আর কি করেন ?

শুভেন্দু ঃ সঙ্গীত ছাড়া আমি লেখালেখি করি। বাচচাদের জন্য নাটক লিখি। কবিতা লিখি। আমার কম করে চার-পাঁচটা বাচচাদের জন্য নাটক ছাপা হয়েছে। কবিতা বড়দের জন্যই লিখি। তবে কবিতা আমি ছাপতে দিই না। কবিতা আমি নিজের জন্যই লিখি, নিজের ভালোলাগার জন্য।

প্রি ঃ মৃত্যু নিয়ে আপনার ভাবনা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

শুভেন্দু ঃ মৃত্যু মানে আমার কাছে থেমে যাওয়া। যতদিন কাজ করতে পারব, মস্তিষ্ক কাজ করবে ততদিনই জীবন। আমি স্বেচ্ছামৃত্যুতে বিশ্বাস করি। আর যেদিন থেমে যাব, কোন কাজ করতে পারব না সেদিন মৃত্যুই ঠিক। যদ্দিন মানুষ সুজনের মধ্যে থাকতে পারবে ততদিন বাঁচা উচিৎ। তারপর স্বেচ্ছামৃত্যুই ঠিক, মানুষকে আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া উচিৎ।

প্রি ঃ বর্তমান এই টালমাটাল সময়ের মধ্যে যে কোন সৃষ্টিকর্মেই নানা প্রতিবন্ধকতা আসছে। এক্ষেত্রে বাংলার লোকগীতিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনার মতো অগ্রণীর ভূমিকা কি? আপনার চিন্তা ভাবনা .....

শুভেন্দু ঃ আমি বিষয়টাকে অন্যভাবে ভাবি। বাংলার লোকগান একটা বটগাছের মত। আসলে আক্রমণ টাক্রমণ যা কিছু হয় সবকিছুই প্রায় নগরবৃত্তে হয়। লোকগান এমন একটি বিষয় যার ডালপালা সব ছেঁটে ফেলে দিলেও ভেতর থেকে আবার তার কচি সবুজ পাতা বেরোবে। সে কখনো ধবংস হয় না। তাকে ধবংস করার অধিকার কারো নেই। সে পাঁচশ বছর-হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে, কারও দাক্ষিণ্যে নয়। কোন প্রচার মাধ্যম-পত্র পত্রিকার দাক্ষিণ্যে নয়, লোকসংগীত নিজের প্রাণশক্তির জোরেই পরম্পরায় বেঁচে আছে। আমি বলি কোনভাবে বিরক্ত না করে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে দিন।

আমরা নগরের মানুষ-ভদ্রলোকেরা যত ওদের কাছে যাবো ততই পলিউটেড হবে ওরা। আমরা ডক্টরেট হতে যাই। গান সংগ্রহ করে সেই গান কণ্ঠে বেচব বলে পেশাদারি মশকদার হবো বলে যাই। আনুগত্য নিয়ে আমরা কম মানুষই ওখানে যাই। নগরজীবনে ঘরে ঘরে লোকগান জনপ্রিয় করবার প্রয়োজন নেই। এমনিতেই লোকগান জনপ্রিয়। বরং লোকগানকে বাঁচাবো, ভালোবাসবো এই স্পর্ধা যেন আমাদের তৈরী না হয়। জনজীবনের সংস্কৃতির জগতে যে আক্রমণ গোলমাল তার থেকে বাঁচতে হলে লোকগানের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, লোকগানের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। আমি নেতা হব বললে বিপদ হবে। যারা শহরে বসে লোকগানের ধারা না জেনে জনপ্রিয় হয়ে ব্যবসা করছেন, তারা লোকগানের কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। লোকগান অক্ষত। তাকে শাসন করার বা ধবংস করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

সাক্ষাৎকার
মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com